যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১২৬৯

১/ বিবিধ

আরবী

من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أونصراني أوممن يتخذه خمرا، فقد تقحم النار على بصيرة

باطل

رواه ابن حبان في " الضعفاء " (1/236) والطبراني في " الأوسط " (5488) والسهمي (299) عن عبد الكريم بن عبد الكريم عن الحسن بن مسلم عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا. وقال الطبراني: " لا يروى عن بريدة إلا بهذا الإسناد

قلت: وهو ضعيف جدا، وآفته الحسن بن مسلم وهو المروزي التاجر، قال ابن حبان: " لا أصل لهذا الحديث من حديث الحسين بن واقد، فينبغي أن يعدل بالحسن عن سنن العدول لروايته هذا الحديث منكر

وقال الذهبي: " أتى بخبر موضوع في الخمر. قال أبو حاتم: حديثه يدل على الكذب

قلت: فذكر الحديث هو وابن الجوزي في " التحقيق " (3/22) من طريق ابن حبان وأقره

ولقد أخطأ الحافظ ابن حجر في هذا الحديث خطأ فاحشا فسكت عليه في " التلخيص " (239) ، وقال في " بلوغ المرام " (169/37) : رواه الطبراني في " الأوسط " بإسناد حسن

وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (1/389/1165) : " سألت أبي عن هذا الحديث فقال:

حديث كذب باطل، قلت: تعرف عبد الكريم هذا؟
قال: لا، قلت: فتعرف الحسن بن مسلم، قال: لا، ولكن تدل على روايته (الأصل: روايتهم) على الكذب
وعبد الكريم هذا مترجم في " تاريخ جرجان " وفي " اللسان " وذكرت كلامهما في " تخريج أحاديث الحلال والحرام " (ص 56)

বাংলা

১২৬৯। যে ব্যক্তি (বৃক্ষ থেকে) আঙ্গুর নামানোর দিনগুলোতে আঙ্গুরকে ধরে আটকে রাখবে ইয়াহুদী অথবা খ্রীষ্টান অথবা যে ব্যক্তি আঙ্গুর থেকে মদ তৈরি করে তার নিকট বিক্রি করার লক্ষ্যে সে প্রকাশ্যে (সবার চোখের সামনে) জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটিকে ইবনু হিব্বান "আয-যুয়াফা" গ্রন্থে (১/২৩৬), ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (৫৪৮৮), সাহমী (২৯৯) ও বাইহাকী “শুয়াবুল ঈমান” গ্রন্থে (১২৯৮) আব্দুল কারীম ইবনু আব্দিল কারীম হতে, তিনি হাসান ইবনু মুসলিম হতে, তিনি আল-হুসাইন ইবনু ওয়াকেদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ত্ববারানী বলেনঃ হাদীসটি বুরাইদাহ (রাঃ) হতে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে হাসান ইবনু মুসলিম, তিনি হচ্ছেন ব্যবসায়ী মারওয়াযী। ইবনু হিব্বান বলেনঃ হুসায়েন ইবনু ওয়াকেদের হাদীস হতে এ হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয যাহাবী বলেনঃ হাসান মদের ব্যাপারে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু হাতিম বলেনঃ তার হাদীসটিই মিথ্যা হওয়ার ইঙ্গিত বহন করছে।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাফিয ইবনু হাজার “আততালখীস” গ্রন্থে (২৩৯) এ হাদীসটির ব্যাপারে কোন হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকে আর “বুলুগুল মারাম" গ্রন্থে নিম্নোক্ত মন্তব্য করে মারাত্মক ভুল করেছেন। তিনি বলেছেনঃ হাদীসটি ইমাম ত্ববারানী “আল-আওসাত” গ্রন্থে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন! ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (১/৩৮৯/১১৬৫) বলেনঃ আমি আমার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেনঃ হাদীসটি মিথ্যা ও বাতিল। আমি বললামঃ আপনি কি এ আব্দুল কারীমকে চিনেন? তিনি বললেনঃ না। আমি বললামঃ হাসান ইবনু মুসলিমকে কি চিনেন? তিনি বললেনঃ না। তবে তার বর্ণনাটি মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ বহন করছে।

“তারীখু জুরজান” এবং "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে এ আব্দুল কারীমের জীবনী আলোচিত হয়েছে। তাদের দু’জনের বক্তব্যকে আমি "তাখরীজু আহাদীসিল হালাল অল-হারাম" গ্রন্থে (পৃঃ ৫৬) উল্লেখ করেছি।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72148

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন